দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..06 SEP..2015.. ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম......

ঠাকুরগাঁও শহরে দুইটি বড় পাঠাগারে পাঠক নেই

☐ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে; কিন্তু সেই প্রযুক্তি ক্রীতদাস বানিয়েছে আমাদের। তবে মানবভাবনা ও তথ্যের আধার বলে পরিচিত বই আজো আমাদের চিন্তার ঐশ্বর্যকে একইরকম আশ্চর্য ভাবে ধারণ করে আছে।

মননশীলতা ও সৃজনশীলতার চর্চাকে লালন করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সভ্যতাকে। আর এই বইকে সংগ্রহ করে পাঠকের কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করছে লাইব্রেরি। জেলা শহর ঠাকুরগাঁওয়ে আগে পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরি ছিল; কিন্তু সেগুলো এখন আর নেই।

এখন এখানে প্রধানত দুইটি লাইব্রেরি অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই দুইটি হলো- ঠাকুরগাঁও সাধারণ পাঠাগার ও ঠাকুরগাঁও সরকারি গণগ্রন্থাগার মাওলানা ভাসানী স্মৃতি পাঠাগার নামে যে আরো একটি পাঠাগার রয়েছে তার বই পড়া কার্যক্রম বর্তমানে নেই বললেই চলে।

শহরের প্রাচীনতম লাইব্রেরি হলো ঠাকুরগাঁও সাধারণ পাঠাগার। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই লাইব্রেরিটি একসময় বুদ্ধিবৃত্তিক ও মুক্তচিন্তার চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে তাতে ভাটা পড়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থল কালীবাড়ী বাজারের কাছেই এর অবস্থান। পুরোনো ভবন ছাড়াও একটি নবনির্মিত দ্বিতল ভবন রয়েছে পাঠাগারটির। বইয়ের সংগ্রহ আছে ১৩ হাজার। সদস্য সংখ্যা ২৫০; কিন্তু এসবই আছে হিসাবের খাতায়, রেজিস্টারে। পাঠক খুব কমই বই নিতে বা পড়তে আসেন। অল্পকিছু পাঠক আসেন দৈনিক সংবাদপত্র পড়তে। তাও খুব সীমিত সময়ের জন্য। ল্যাইব্রেরিয়ান পদবীর একজন খণ্ডকালীন কর্মচারী আছেন। বেতন বা ভাতা এতই সামান্য ও অনিয়মিত যে, তিনিও দায়িত্ব পালনে খুব একটা আগ্রহী নন। এছাড়া লাইব্রেরিতে এই একজন কর্মী থাকায় এর পরিচ্ছন্নতার কাজ মোটেই হয় না। ফলে এর চারপাশ বেশ নোংরা।

শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ঠাকুরগাঁও সরকারি গণগ্রন্থাগারটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি; কিন্তু নানা কারণে এই লাইব্রেরিটিও বই পড়ার বিষয়ে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এখানেও ভৌত অবকাঠামো খুব সুন্দর, বইও আছে ২০ হাজার ৯১৯টি; কিন্তু পাঠকের সংখ্যা খুবই সামান্য। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাদের কার্ডধারী সদস্য ১৮-২০ জন। এখানেও বইয়ের নিয়মিত পাঠক নেই, সংবাদপত্রের পাঠক আছেন তবে খুবই সামান্য। কর্তৃপক্ষ যদিও জানিয়েছেন, প্রতিদিন গড়ে ১৬০ থেকে ১৭০ জন পাঠক এখানে আসেন; কিন্তু এই প্রতিনিধি যখন লাইব্রেরিতে যান তখন বিশাল পাঠকক্ষটি প্রায় শূন্য ছিল। একদিন ২/৩ জন পাঠককে এখানে দেখা গেছে। এই লাইব্রেরিটি শহরে পূর্ব-উত্তর কোণে সরকারপাড়া এলাকায় বলে অনেকের পক্ষে দূরত্ব অতিক্রম করে লাইব্রেরিতে যাওয়া সম্ভব হয় না। সরকারি এই গণগ্রন্থাগারটিতে মোট ৩ জন কর্মী কর্মরত। লাইব্রেরিটি নিয়মিত খোলা হলেও পাঠক উপস্থিতি যারপর নাই কম।

দুইটি লাইব্রেরি থেকে বলা হয়েছে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করার কথা। বলা হয়েছে, স্কুল ও কলেজে গিয়ে বই পড়ার জন্য যদি উদ্বুদ্ধকরণ করা যায় তাহলে বইয়ের পাঠক বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ঠাকুরগাঁও সাধারণ পাঠাগার, যেটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেটির পদাধিকার বলে সভাপতি জেলা প্রশাসক। সেই জেলা প্রশাসক মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস লাইব্রেরির এই দশার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, যে কমিটি রয়েছে সেটি নিষ্ক্রিয়। নতুন কমিটি নির্বাচিত না হলে একে সক্রিয় করা সম্ভব হবে না।

বই সম্পর্কে আগ্রহী শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন, এই লাইব্রেরি দুইটিতে যত অল্প সংখ্যক বই-ই থাকুক না কেন, তাও পাঠকের ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা নেই। ক্যাটালগ সিস্টেম না থাকায় কেউই তার প্রয়োজনীয় বইটি লাইব্রেরি থেকে সহজে খুঁজে পান না।

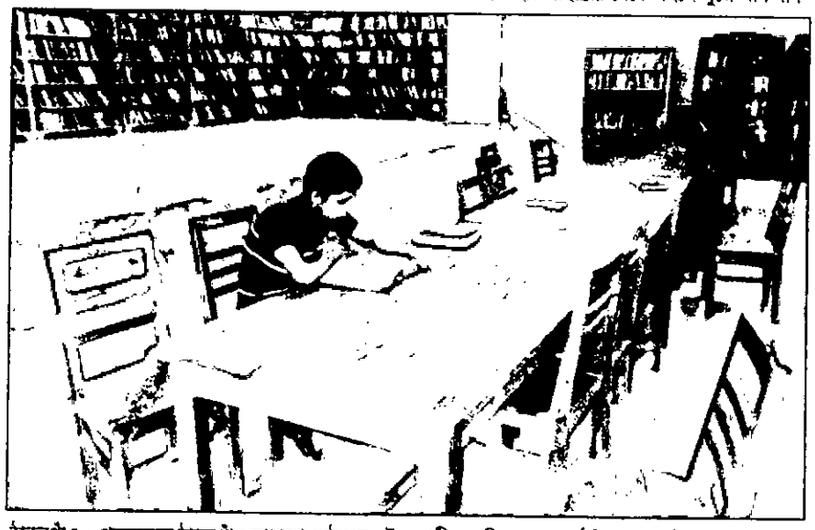

ঠাকুরগাঁও : পুস্তকসমৃদ্ধ ঠাকুরগাঁও সাধারণ পাঠাগার। উপযোগী আধুনিক ভবনে পাঠাগারের আর সব আয়োজন যাই থাকুক না কেন অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক অভাব রয়েছে পাঠকের। প্রযুক্তির নানামুখী উৎকর্ষের যুগে আমাদের সমাজের সবচেয়ে উপেক্ষিত মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের কেন্দ্র পাঠাগার গ্রন্থাগার এবং বই পড়া - ইত্তেফাক